DEPARTMENT OF HISTORY
HONOURS COURSE
SEMESTER – IV
PAPER/CORE : IX (Unit – I)
NAME OF THE TEACHER : Partha Roychowdhury

মুঘল চিত্রকলা :-

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মুঘল যুগে যেমন অসাধারণ অগ্রগতি দেখা যায়, তেমনি চিত্রকলার মধ্যেও এই যুগের শিল্প চেতনা, মননশীলতার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। মুঘল যুগে স্থাপত্যের খ্যাতি, চিত্রকলার খ্যাতিকে কিছুটা ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে মুঘল যুগ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরবর্তী যুগের পাঠকের মনোযোগ নিঃসন্দেহে দাবী করতে পারে। মুঘল চিত্রকলার বিবর্তনে ভারতের মুঘল পর্ব চিত্রকলার প্রভাব অবশ্যই ছিল। দিল্লী সুলতানরা চিত্রকলার সমঝদার সম্ভবত ছিল না। কারণ তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার পুষ্ট কোন চিত্র এখনও আমরা পাইনি। তবে সুলতানি যুগে প্রাদেশিক মুসলিম শাসকেরা চিত্রকলার সমাদার করতেন।

মুঘল যুগের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ছিল যে – (i) মোগল স্থাপত্য শিল্পের মতো মুঘল চিত্রকলাও ভারতীয় ও পারসিক শিল্পরীতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল।

(ii) মুঘল চিত্রকলায় প্রাকৃতিক দৃশ্য বাগ, পশু, পাখীর চিত্র বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পায়।

Scanned with CamScanner

(iii) জাহাঙ্গীর আমলে মুঘল চিত্রকলায় আঙ্গিকে অপেক্ষা বক্তব্য প্রাধান্য পায়। বিষয়টির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য প্রকাশের উপর জোর দেওয়া হয়।

(iv) শাহজাহানের আমল থেকে ছবির বক্তব্য অপেক্ষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়।

(v) বাবর ও হুমায়ুন পারসিক শিল্পরীতির অনুরাগী ছিল। কিন্তু আকবরের সময় এই শিল্পরীতি সম্পূর্ণ ভারতীয় চরিত্র লাভ করে।

(vi) কোন কোন আধুনিক সমালোচকের মতে কোন কোন চিত্রকলায় ইউরোপীয় প্রভাব দেখা যায়।

মুঘল সম্রাট বাবর ছিলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারী। হুমায়ুন পারস্যের থাকার সময় চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ বোধ করেন। দেশে ফিরে আসার পর তিনি চিত্রশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মীর সৈয়দ আলি তাব্রিজি ও খাজা আবদুস সামাদ পারসীক রীতিতে দস্তান - আমীর - হামজা নামে চিত্রগুলি আঁকেন। হামজা শীর্ষক চিত্রগুলি আকবরের আমলে সম্পূর্ণ হয়।

মুঘল সম্রাট আকবর চিত্রশিল্পের জন্য পৃথক একটি দপ্তর গঠন করেন। তিনি আবদুস সামাদের নেতৃত্বে একটি পৃথক দপ্তর গঠন করেন।

আবুল ফজলের বিবরন থেকে জানা যায় যে, সম্রাট প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি পরীক্ষা করে তার উৎকর্ষ বিচার করতেন। পারসীক ও হিন্দু রীতির মিশ্রনে মুঘল চিত্র শৈলী তাঁর আমলে গড়ে ওঠে।

* আকবরের রাজসভায় প্রায় একশত হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীর সমাদর হত। তাঁর দরবারে মুসলিম শিল্পীদের মধ্যে ছিল - আবদুস সামাদ সৈয়দ আলি ফররুখ বেগ। হিন্দু চিত্রশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - দশবন্ত, বসাবন, সানওয়াল দাস, তারাচাঁদ, জগন্নাথ। এই সকল শিল্পীদের মধ্যে ১৭ জন ছিলেন বিশেষ বিখ্যাত। বসাবন চিত্রের পটভূমিরচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখান। আকবরের আমলে মিনিয়েচার ধর্মী বেশ কিছু ছবি দেখা যায়। আবদুস সামাদ ছাড়াও এইযুগের চিত্রশিল্পী ছিলেন (মিনিয়েচার শিল্পী)। ১৫৫৮ খ্রি: আমিচা, ১৫৭০ খ্রি: আনওয়ার - ই - সুহানী মিনিয়েচারগুলির নাম করা যায়।

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির ছিলেন খাঁটি কলা রসিক লোক। 'শিল্পের জন্যে শিল্প' এই তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি ছিলেন চিত্রকলার প্রকৃত সমঝদার। বিশিষ্ট শিল্প বিশেষজ্ঞ আনন্দ কুমারস্বামী জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালকে মোগল চিত্র কলার ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্যার টমাস রো তাঁকে চিত্রকলার একজন শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রকলার দুটি বৈশিষ্ট্য হল - (i) জাহাঙ্গিরের আমলে ভারতীয় শিল্পীরা ইউরোপীয় চিত্রকলার সংস্পর্শে আসেন।

(ii) চিত্রের সঙ্গে চিত্রকরের নামোল্লেখ এসময় থেকেই শুরু হয়।

Scanned with CamScanner

জাহাঙ্গীরের আমলে কয়েকজন চিত্রশিল্পীর নাম হল — ফারুক বেগ, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ মুরাদ, ওস্তাদ মনসুর, আবুল হাসান (মুসলিম)

হিন্দু চিত্র শিল্পী :-
মনোহর, বিষেন দাস, কেশব, তুলসী প্রমুখ।

শাহজাহানের মূল আগ্রহ ছিল স্থাপত্যের দিকে। এ কারণে তাঁর আমলে চিত্রশিল্পের তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। তিনি চিত্র শিল্পীদের সংখ্যা ও বেতন হ্রাস করেন। তাঁর আমলের চিত্রগুলিতে শিল্প অপেক্ষা রঙের আধিক্য ও আড়ম্বর পরিলক্ষিত হয়। কোনও কোনও আমির - ওমরাহ রা ব্যক্তিগত ভাবে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নুরজাহান - ভ্রাতা আসফ খাঁ এবং সম্রাট পুত্র দারাশিকো। এই যুগে চিত্র শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন - মির হাসান, অনুপ, চিত্রা, চিত্রামনি, সমরকান্দি, মহম্মদ নাদির প্রমুখ।

ধর্মীয় কারনে ঔরঙ্গজেব চিত্রশিল্পের ঘোরতর বিরোধি ছিলেন। তিনি সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি ভবনের চিত্রগুলি বিনষ্ট করেন। তিনি বিজাপুরের কিছু চিত্র নষ্ট করে দেন। সে সত্ত্বেও কৃতবিদ্য

চিত্রশিল্পীরা কিন্তু তাঁদের শিল্পচর্চা একেবারে বন্ধ করে দেন নি। ঔরঙ্গজেব চিত্র টি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে শিল্পীরা পাটনা, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর, গোয়ালিয়রে প্রাদেশিক দরবারে আশ্রয় নেন। এই প্রাদেশিক শিল্পের বিকাশ ঘটে। এই শিল্পী রীতি পাহাড়ী শিল্পরীতি নামে পরিচিত। এছাড়া জম্মু-কাশ্মীরের গুলার চিত্র, দাক্ষিণের বিজয়নগরীর ও বিজাপুরী চিত্রাবলীর নামও উল্লেখযোগ্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা - মাইতি ও মন্ডল
২) ভারতের ইতিহাস - জীবন মুখোপাধ্যায়
৩) মুঘল রাজ থেকে কোম্পানী রাজ - গোপাল কৃষ্ণ পাহাড়ী।

প্রশ্নাবলী

মান - ৫

১) মুঘল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য গুলি লেখ।
২) মুঘল যুগে চিত্রকলার সম্পর্কে লেখ।

মান - 2

১) মুঘল যুগে চিত্রকলার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
২) মুঘল সম্রাট আকবর কার নেতৃত্বে পৃথক চিত্র বিভাগ নির্মান করেন? তাঁর আমলে আরো চার জন চিত্র শিল্পীর নাম লেখ।
৩) জাহাঙ্গিরের আমলে দুজন মুসলিম ও দুইজন হিন্দু চিত্রশিল্পীর নাম লেখ।
৪) শাহজাহানের আমলে চারজন চিত্র শিল্পীর নাম লেখ।

মুঘল যুগের স্থাপত্য শিল্প :-

মুঘল সম্রাটরা স্থাপত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ফার্গুসন নামক সমালোচকের মতে মুঘল স্থাপত্য ছিল পারসিক স্থাপত্য রচনার দ্বারা প্রভাবিত। ড: সতীশচন্দ্র এই যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিকাশকে গুপ্তযুগের সঙ্গে তুলনা করে 'দ্বিতীয় ধ্রুপদী যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক স্থাপত্য বিদ্যার গবেষকেরা বলেন যে মুঘল স্থাপত্য কলা পারসীক ও ভারতীয় ধারার সংমিশ্রন ঘটে এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া মুঘল স্থাপত্য অনেক পরিমানে সুলতানি যুগের স্থাপত্যের উত্তরাধিকার লাভ করে। ভারতে মুঘল শাসন স্থাপনের আগেই ভারতীয় স্থপতিরা এই শিল্পকলায় বিশেষভাবে দক্ষ।

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরী' বা 'বাবরনামা' থেকে স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা জানা যায়। ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে তাঁর ধারনা ভালো ছিল না। এই কারনে তিনি কনস্টান্টিনোপল থেকে আলবানিয়ান স্থপতিদের ভারতে আনতে চেয়ে ছিলেন। যদিও তার এই ইচ্ছা পরিপূর্ন হয় নি। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি আগ্রায় ৬৮০ জন কর্মী যুক্ত করেন প্রাসাদ ও দুর্গাদি নির্মানের জন্য। মাত্র চার বছরের রাজত্ব-

কালে তিনি আগ্রা, কাবুল, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র কিল্লা প্রভৃতি স্থানে প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নির্মিত প্রাসাদ গুলি হল- 'কাবুলবাগ মসজিদ', 'জামা মসজিদ' প্রভৃতি। তিনি বেশ কিছু উদ্যান নির্মাণ করেন যে 'মোগল বাগিচা নামে পরিচিত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - কাশ্মীরের 'নিসাৎ বাগ', লাহোরের 'শালিমার', পাঞ্জাবের 'পিঞ্জোর বাগ'।

পরবর্তী মুঘল সম্রাট হুমায়ুন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও তাঁর রাজত্বের সূচনা পর্বে বেশ কিছু প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তিনি পারসিক শিল্প ঐতিহ্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি দিল্লীতে দিনপনাহ শহর নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি ফতেহাবাদ ও অন্যান্য মসজিদ নির্মাণ করেন।

মুঘল শাসনের মাঝে আর একজন মহান শাসকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন শেরশাহ। অল্পদিন রাজত্ব করলেও শেরশাহ বেশ কিছু সৌধ, উদ্যান, মিনার, সরাইখানা নির্মাণ করেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি হল 'পুরানা কেল্লা' এবং বিহারের সাসারামে নির্মিত তাঁর 'সমাধি সৌধ'।

মহান মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে ইন্দো-পারসিক রীতির মিশ্রণে স্থাপত্যের বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সম্রাটের সমন্বয়ী প্রতিভা স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর আমলের সর্বপ্রথম উল্লেখ্য সৌধ ছিল হুমায়ুনের সমাধি। ১৫৬৪ খ্রিঃ এই সৌধের নির্মাণ শুরু হয়, তার সমাপ্তি ঘটে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে। আকবরের আমলে নির্মিত উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হল - ফতেপুর সিক্রির 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'পাঁচমহল', 'খাসমহল', 'জামি মসজিদ', 'বীরবলের প্রাসাদ', 'সেলিম চিস্তির সমাধি', 'বুলন্দ দরওয়াজা' প্রভৃতি।

স্মিথ-এর মতে ফতেপুর সিক্রি হল 'পাথরে তৈরী কল্পনা ও স্বপ্ন'। অন্যদিকে ফার্গুসন-এর মতে ফতেপুর সিক্রি হল 'মহৎ-প্রাণের প্রতিবিম্ব'।

পরবর্তী মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্থাপত্য শিল্পের প্রতি আগ্রহ ছিল না। এ কারণে তিনি পিতার স্মৃতি সৌধের নির্মাণকার্য শেষ করেননি। নূরজাহানের আগ্রহে এটি শেষ হয়। তবুও তাঁর আমলে বেশকিছু সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। সেগুলি হল - লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি, দিল্লীতে আবদুর রহিম খান খানানের সমাধি ও আগ্রায় নূরজাহানের পিতা ইতিমাদ-উদ্-দৌলার সমাধি ভবন। এই আমলে শ্বেতবর্ণ পাথরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তী মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব কালকে স্থাপত্য শিল্পের সুবর্ণ যুগ বলা হয়। তাঁর আমলে

Scanned with CamScanner

স্থাপত্য শিল্পে 'ভারতীয় - পারসিক স্থাপত্য শিল্প' চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তাঁর আমলে আগ্রা দুর্গে অভ্যন্তরে শ্বেতবর্ন প্রস্তরে নির্মিত 'দেওয়ান - ই - আম', 'দেওয়ান - ই - খাস', শিস মহল, 'মোতি মসজিদ' - এর শিল্প নৈপুণ্য অসাধারণ। শাহজাহানের আমলে নির্মিত 'জামি মসজিদ' হল ভারতের নির্মিত সর্ববৃহৎ মসজিদ। শাহজাহানের অসাধারন কীর্তি হল আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে শ্বেতমর্মর প্রস্তরে নির্মিত অনবদ্য স্মৃতিসৌধ 'তাজমহল'। শাহজাহান তাঁর পত্নির স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটি নির্মান করেন। মমতাজমহলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে এটি নির্মিত শুরু হয়। এটির নির্মান শেষ হয় ১৬৫৩ খ্রি:। নির্মানকার্য শেষ করতে সময় লাগে ২২ বছর। 'দেওয়ান - ই - আফ্রিদি' গ্রন্থ থেকে জানা যে, তাজের অভ্যন্তরীন অলংকরন করেন মুলতান ও কনৌজের হিন্দু শিল্পীরা, বাগানের নক্সা করেন কাশ্মীরের হিন্দু বাগান - বিশারদ রনমল, আর তাজের গাত্রে কোরানের বানীগুলি খোদাই করেন লাহোরের শিল্পী আমানত খাঁ সিরাজি এবং এর প্রধান ছিলেন ইসমাইল খাঁ রুমি।

তাজমহলের প্রধান স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ ঈশা খাঁ।

ঔরঙ্গজেবের আমলে ধর্মান্ধতার জন্য শিল্পকলার প্রতিবন্ধক ছিলেন। তিনি লাহোরে বাদশাহি মসজিদ বারানসীর মসজিদ ও দিল্লিতে একটি অনাড়ম্বর মসজিদ নির্মান করেন। তাঁর আমল থেকেই মোগল স্থাপত্যের অবনতি ঘটে। ঔরঙ্গজেবের মধ্যমপুত্র আজম তাঁর মাতা রাবিয়া-উল-দুরানীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দাক্ষিনাত্যের ঔরঙ্গাবাদে তাজমহলের অনুকরনে একটি সমাধি সৌধ নির্মান করেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা > মাইতি ও মন্ডল
2) ভারতের ইতিহাস → জীবন মুখোপাধ্যায়
3) মুঘলরাজ থেকে কোম্পানী রাজ → গোপালচন্দ্র পাহারী

— প্রশ্নাবলী —

মান-10

1) মুঘল যুগের স্থাপত্য শিল্পের বর্ননা দাও।
2) কোন মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালকে কেন স্থাপত্য শিল্পের সুবর্নযুগ বলা হয়?

মান-2

1) মমুল বাগিচা কী?
2) মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে নির্মিত স্থাপত্যগুলির নাম লেখ।
3) মুঘল সম্রাট শাহজাহানের বিখ্যাত স্থাপত্য কোনটি ও তার বৈশিষ্ট্য লেখ।

Scanned with CamScanner

4> তাজমহলের মূল স্থপতি কে ছিলেন?
তাজমহলের ছাদে কোরানের বাণী কে খোদাই করেন?

5> তাজমহল নির্মাণ কবে থেকে শুরু হয় এবং কবে শেষ হয়?

6> ঔরঙ্গজেবের আমলে স্থাপত্য শিল্প কেমন বিকাশ লাভ করেছিল?

Scanned with CamScanner